Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-II, January 2023, Page No.94-103
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সমজাতীয় বিশেষের অভিন্ন গুণ কী সম্ভব? বস্তুবাদী বি. রাসেল ও ট্রোপতাত্ত্বিক জি. এফ. স্টাউট-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

ভাবেশ গায়েন
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

The problem of universals is one of the oldest topics in the history of metaphysics. This problem has started from the ancient period in Greek and still it is continued towards a permanent solution. Till then the debate is basically divided into two doctrines, one is realism and the other is nominalism in ancient, medieval, classics and contemporary period. In these context philosophers such as Plato, Aristotle, and B. Russell are realists. Plato said that concept is not merely an idea in the mind, but something which has a reality of its own, outside and independent of the human mind. But Aristotle, the student of Plato, criticized and gave a moderate version of realism about the problem of universals. According to Aristotle, Plato's theory of ideas has failed to explain the relation between individuals and universals, the existence of individuals, the motions of objects etc. In this regard, the realist like B. Russell is largely compatible with Plato.

But the opponents of realism, the nominalists, deny the absolute reality of universals. They claim that their explanation is easier than realists and very much logical. And they believe that it is possible to provide fully satisfactory accounts of attribute agreement, subject-predicate discourse, and abstract reference that posits only particular or individual.

And a contemporary theory invented in this context is the Trope Theory. They adopt an approach between realism and nominalism and say that universals can be particulars as well as particulars. In this article I will try to show how the contemporary Trope Theorist G. F. Stout was able to show universals as particulars as well as particulars and demonstrated his innovation. And it will be shown here where the difference between this theory and the realist B. Russell's theory is also tried to show which theory is more tenable in my view point.

Keywords: Metaphysics, Universals, Particulars, Qualities, Relations, Realism, Nominalism, Trope Theory.

সূচনা: অতি বিবাদমান ও বহু প্রাচীনকাল থেকে চর্চিত এক আধিবিদ্যক আলোচ্য বিষয় হলো সামান্যের সমস্যা (The Problem of Universals)। সেখানে মূল প্রশ্ন হলো জাগতিক সাধারণ আকার কী বা কেমন?

সর্বপ্রথম উক্ত সমস্যা প্রসঙ্গে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁর নানা গ্রন্থাদিতে বলেন যে, সামান্যসত্তা হলো শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল সত্তা। তাকে আমরা প্রাথমিক অবস্থায় ক্ষণিক ও পরিবর্তনশীল সমজাতীয় বিশেষ বিশেষ বস্তুর মাধ্যমে জানতে পারি। ধীরে ধীরে মানুষ যখন যথার্থ প্রজ্ঞাবান হন তখন বুঝতে পারেন যে, সামান্যের জ্ঞানই হলো যথার্থ জ্ঞান এবং পরিবর্তনশীল বিশেষ (Particulars) উক্ত সামান্যসত্তার অনুলিপি বা প্রতিচ্ছবি মাত্র। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে উক্ত পরিবর্তনশীল বিশেষ সত্তাই হলো সামান্যসত্তা সম্পর্কে ধারণা লাভের একমাত্র মাধ্যম। যেমন- সকল মানুষের সাধারণ ধর্ম হলো মনুষ্যত্ব, ঘটের ঘটত্ব প্রভৃতি। এক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষ পরিবর্তনশীল হলেও মনুষ্যত্ব ধর্ম অপরিবর্তিত থাকে এবং তা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল। সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে উক্ত চিন্তাধারা বস্তুবাদ নামে পরিচিত। যার প্রতিফলন ঘটে তাঁর শিষ্য অ্যারিস্টটল ও সমসাময়িক দার্শনিক রাসেল প্রমুখ দার্শনিকের মধ্যে। এপ্রসঙ্গে অতি প্রাসঙ্গিক অন্য একটি তত্ত্ব হলো নামবাদ। যেখানে সামান্যকে বিশেষ নিরপেক্ষ সত্তার মর্যাদা দেওয়া হয় না। তাঁরা মনে করেন যে, সমজাতীয় বিশেষের সাধারণ ধর্ম মনুষ্যসৃষ্ট শ্রেণীবাচক নামমাত্র। যেমন - পূর্বোক্ত উদাহরণে মনুষ্যত্ব, ঘটত্ব প্রভৃতি ধারণা মনুষ্য সৃষ্ট শ্রেণীবাচক নাম। মানুষ তাদের মনের ভাব সহজে প্রকাশের জন্য এরূপ শ্রেণীবাচক ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। পিটার অ্যাবেলার্ড, বার্কলে, এইচ এইচ প্রাইস, ডব্লু ভি ও কোয়াইন প্রমুখ দার্শনিক হলেন এরূপ তত্ত্বের অনুসারী। এপ্রসঙ্গে অভিনব ট্রোপতত্ত্ব (Trope Theory) উক্ত দুটি মতের কোনোটিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে না। প্রথমত, তাঁদের সামান্য ধারণা ব্যাখ্যার ধরণ ভিন্ন। তাঁরা একজাতীয় বস্তুর সমধর্ম যেমন স্বীকার করেন না, তেমনই বিশেষ বিশেষ বস্তু যে একজাতীয় হতে পারে এটিও মান্যতা দেন না। আর তা যদি হয় তাহলে অভিন্ন সামান্যধর্ম বলে যেমন কিছু হয় না তেমনই সামান্যসত্তা ব্যক্তিসৃষ্ট শ্রেণীবাচক নাম বলার মধ্যেও সার্থকতা থাকে না। তাঁদের মতে, প্রতিটি বিশেষ একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র এবং তার অন্যতম লক্ষণ হলো সংখ্যাগত ও স্থান-কালগত ভিন্নতা। আর এরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিশেষের কখনোই অভিন্ন গুণ বা সম্বন্ধ থাকা সম্ভব নয়। তবে তাঁরা বস্তুর গুণ বা সম্বন্ধ কোনোটিই অস্বীকার করেন না। তাঁরা দাবি করেন যে, বিশেষ যেমন স্বতন্ত্র তেমনই তাদের গুণ ও সম্বন্ধও ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ তাঁরা বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ ও সম্বন্ধ স্বীকার করেন। তাঁরা বিশেষকে মূর্ত বিশেষ (Concrete Particular) বলেন এবং গুণ ও সম্বন্ধকে বিমূর্ত বিশেষ (Abstract Particular) বলেন। যেমন- যখন বলা হয় যে, 'টমেটো হয় লাল' তখন বোঝানো হয় যে, কোন একটি বিশেষ টমেটো এবং তার লাল রঙ। তেমনই আবার যখন বলা হয় যে, 'পোড়া ইট হয় লাল রঙের' তখন আসলে এটি বোঝানো হয় যে, কোন একটি বিশেষ পোড়া ইট এবং তার লাল রঙ। সুতরাং এখানে বিশেষ যেমন স্বীকার করা হয়, তেমনই গুণ বা সম্বন্ধকেও স্বীকার করা হয়। কিন্তু গুণকে বিশেষ স্বতন্ত্র বা একাধিক বিশেষের অভিন্ন গুণ হিসেবে স্বীকার করা হয় না। স্থান-কাল বা সংখ্যাগতভাবে ইট বা টমেটো বা অন্য কিছু যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনই তাদের একটির গুণ বা সম্বন্ধের সঙ্গে অন্যটির গুণ বা সম্বন্ধ অভিন্ন হতে পারে না, সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারে। ফলে এমন মতবাদে এটি বলার কোনো অবকাশ থাকে না যে, সামান্যসত্তা বিশেষ অতিবর্তী বা বিশেষ স্বতন্ত্র বা বিশেষ অতিরিক্ত বিমূর্তসত্তা। জি. এফ. স্টাউট, ডি. সি. উইলিয়ামস, কেইথ ক্যাম্পবেল প্রমুখ দার্শনিকের মধ্যে এরূপ মতের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

উক্ত প্রবন্ধে আমি বিচারমূলকভাবে দেখানোর চেষ্টা করবো যে, সমকালীন বস্তুবাদী রাসেল ও ট্রোপতাত্ত্বিক জি. এফ. স্টাউট বিভিন্ন আঙ্গিকে কিভাবে উক্ত সমস্যার সমাধানের কথা উল্লেখ করেছেন।

সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে বস্তুবাদী রাসেলের মত: তাঁর মতে সামান্যসত্তা জাগতিক বস্তু থেকে ভিন্ন এবং ব্যক্তিমন নিরপেক্ষ। তাঁর পূর্ববর্তী বস্তুবাদী প্লেটোর মতের যৌক্তিক ও আধিবিদ্যক উভয় দিক উল্লেখ করেন এবং যৌক্তিক দিকের মান্যতা দিয়ে আধিবিদ্যক দিক খণ্ডন করেন। যৌক্তিক অংশে দেখা যায় যে, সামান্য হলো একজাতীয় বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাধারণ ধর্ম। যেমন- বিশেষ বিশেষ মানুষের সাধারণ ধর্ম হল মনুষ্যত্ব, বিশেষ বিশেষ ঘটের সাধারণ ধর্ম হল গটত্ব প্রভৃতি। অন্যদিকে আধিবিদ্যক অংশে দেখা যায় যে, সামান্য হলো বিশেষ অতিবর্তী সত্তা এবং সম্ভবত ঈশ্বর সৃষ্ট। রাসেল প্লেটোর সামান্যতত্ত্বের যৌক্তিক অংশের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে সামান্যের মন-নিরপেক্ষ, নিত্য, অপরিবর্তনীয় বস্তুগতসত্তা স্বীকার করেন। যেমন- আমরা যখন বলি যে, টমেটো হয় লাল, সূর্যোদয়ের রং লাল প্রভৃতি। তখন উভয় ক্ষেত্রের অভিন্ন সত্তা হলো লালত্ব গুণ। বিশেষ বিশেষ বস্তু কিংবা ব্যক্তি নির্দিষ্ট স্থানে এবং নির্দিষ্ট কালে অবস্থান করলেও তাদের গুণ বা সম্বন্ধ দেশ-কালের অতীত ও নিত্য। তাঁর মতে সামান্য কোনো মানসিক ধারণা নয় কিন্তু আমরা তা জানি চিন্তার মধ্য দিয়ে। তিনি আরও মনে করেন যে, প্রতিটি বাক্য গঠিত হয় কোন না কোন সামান্যের ধারণা দিয়ে- (It will be seen that no sentence can be made up without at least one word which denotes a universal.)[1] যেমন- আমরা যখন বলি যে, টেবিলটি হয় আয়তাকার বা দেওয়ালটি হয় সাদা প্রভৃতি। তখন আয়তাকার বা সাদা প্রভৃতি হল সামান্যের ধারণা। সাধারণত বাক্যের বিধেয় সামান্যকে নির্দেশ করে, তা কখনও বিশেষণ হতে পারে আবার কখনও বাক্যের ক্রিয়া সামান্যধর্ম নির্দেশ করে।

প্রসঙ্গত তিনি পূর্ববর্তী প্রত্যয়বাদী (Conceptualist) জন্ লকের (John Locke) মত যেমন খণ্ডন করেন তেমনই নামবাদী (Nominalist) জর্জ বার্কলের (George Berkeley) মতের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করেন। জন্ লকের মতবাদের সার কথা হলো, সামান্যের ধারণা মনসৃষ্ট একপ্রকার জটিল ধারণা। যেমন- সকল ঘটের সাধারণ ধর্ম ঘটত্ব, সকল পটের সাধারণ ধর্ম পটত্ব প্রভৃতি। সমজাতীয় বিভিন্ন ঘট, পট প্রভৃতি প্রত্যক্ষগোচর হলে তার সম্বন্ধে আমাদের প্রথমে সরল ধারণা তৈরি হয়। মন তার ভিত্তিতে সক্রিয়ভাবে ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতির বিমূর্ত সাধারণ ধারণা গঠন করে। তদতিরিক্ত সামান্যের কোনো বস্তুগত সত্তা নেই। আবার অন্যদিকে নামবাদী জর্জ বার্কলের (George Berkeley) মতে সামান্য হলো মনুষ্য আরোপিত একজাতীয় বিভিন্ন বিশেষ বস্তুর শ্রেণীবাচক নাম। তদতিরিক্ত সামান্যের যেমন বস্তুগত সত্তা নেই তেমনই বিমূর্ত মনোগত সত্তাও নেই।

কিন্তু বস্তুবাদী রাসেলের মতে উক্ত প্রত্যয়বাদ এবং নামবাদ উভয়ই সামান্য সম্পর্কে যথার্থ মতবাদ নয়। তিনি সামান্যের বস্তুগতসত্তা স্বীকার করেন এবং বলেন যে, বিশেষ (Particulars) স্থান-কালে সীমায়িত হলেও সামান্যসত্তা দেশকালাতীত। সামান্যসত্তা মনসৃষ্ট হলে বলতে হয় যে, তা কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্ট। মন সমজাতীয় বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করে বিমূর্তকরণের মধ্য দিয়ে সামান্যের ধারণা গঠন করেছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে বিশেষের মতোই সামান্যকে অনিত্য বলতে হয়। অন্যদিকে বার্কলের মত মানলে সামান্যতত্ত্ব অনেক বেশি সরলীকরণ হয়ে পড়ে। কেননা সামান্য যদি কেবল ব্যক্তি আরোপিত নামমাত্র হতো তাহলে একই সামান্যসত্তা বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন নামে অভিহিত করতো। আবার সামান্যসত্তা বিশেষ বিশেষ বস্তুর অবলুপ্তিতে অবলুপ্ত হতো।

[1] B. Russell, the Problems of Philosophy, (London: Williams & Norgate, 1912), 146.

প্রসঙ্গত তাঁর মতে সামান্যের জ্ঞান অর্জিত হয় মূলত দুইভাবে, যথা- পরিচিতির মাধ্যমে জানা (Known by Acquaintance) এবং বর্ণনার মাধ্যমে জানা (Known by Description)।সামান্যকে পরিচিতির মাধ্যমে জানা বলতে বোঝায়, লাল, হলুদ, সাদা প্রভৃতি গুণকে সামান্য হিসেবে জানা এবং তার বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত হওয়া। যেমন- যখন আমরা কোন একটি স্থানে একটি 'সাদা ছাপ' লক্ষ্য করি তখন আমরা প্রাথমিক অবস্থায় তার সাথে পরিচিত হই এবং যখন একাধিক জায়গায় এমন 'সাদা ছাপ' লক্ষ্য করি তখন আমরা বিমূর্তভাবে সাদাত্বের জ্ঞান অর্জন করি যা সকল সাদা বস্তুর মধ্যে সাধারণভাবে বর্তমান। একই রকমভাবে আমরা অন্যান্য সকল বিশেষ গুণের প্রেক্ষিতে সামান্য-জ্ঞান অর্জন করি। এরূপ সামান্যকে বলা যেতে পারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ (Sensible Qualities)।

এছাড়াও সামান্য হিসেবে আমরা সম্বন্ধকেও (Universal as Relations) নির্দেশ করতে পারি। যেমন- যখন আমরা বলি এডিনবার্গ (Edinburgh) লন্ডনের (London) উত্তর দিকে অবস্থিত। এক্ষেত্রে 'উত্তর দিক' এই সম্বন্ধটি লন্ডন এবং এডিনবার্গকে বর্ণনা করতে সহায়তা করে। একই রকমভাবে 'পূর্বে', 'পরে' প্রভৃতি সম্বন্ধকে সামান্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়।যেমন- যখন আমরা ক্রমাগত ঘণ্টাধ্বনি শুনি তখন প্রথম যে ঘন্টাধ্বনি বাজানো হয় সেটি আমরা প্রথম শুনি এবং পরবর্তীতে যেগুলি বাজানো হয় সেগুলোকে ক্রমানুসারে শুনতে থাকি। আমরা এটিও চিহ্নিত করতে পারি যে, কোন ঘন্টাধ্বনি পূর্বে শোনা গেল এবং কোনটি পরে। এভাবে আমরা 'পূর্বে', 'পরে' প্রভৃতি কালগত সামান্য সম্বন্ধ যেমন চিহ্নিত করতে পারি তেমনই 'উত্তর দিক', 'দক্ষিণ দিক' প্রভৃতি স্থানগত সম্বন্ধমূলক সামানয্ও পাই। আবার আমরা সাদৃশ্যমূলক সম্বন্ধ-আকারে একধরণের সামান্য পাই। যেমন- যখন আমরা বলি যে, দুটি সদৃশ বস্তু একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং একটি লালবস্তু সেভাবে সবুজ বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়, তখন এই যে সাদৃশ্যের সাথে আমরা পরিচিত হই তাকে বলে সাদৃশ্যমূলক সামান্য।

সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে ট্রোপতাত্ত্বিক জি. এফ. স্টাউটের মত: সামান্যের ধারণা প্রসঙ্গে এরূপ অভিনব তত্ত্বের প্রণেতা হলেন জি. এফ. স্টাউট (G. F. Stout)। আমরা জাগতিক নানা বিষয়ের একত্রীকরণ বা সাধারণ আকার লক্ষ্য করি। যেমন- অনেকগুলি সমগুণযুক্ত বস্তুর সাধারণ রূপ হিসেবে আমরা একটি নির্দিষ্ট গুণকে চিহ্নিত করি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, অনেকগুলি লাল রঙের বস্তুর সাধারণ গুণ হলো লালত্ব। এছাড়াও আমাদের মানব দেহে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে সমগ্র দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয়, ফলে এখানে স্নায়ুতন্ত্র হল এমন একটি একক যার দ্বারা বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালিত হয়। এগুলি সাধারণীকরণের সরলরূপ হলেও দার্শনিক বিশ্লেষণে আমরা অনেক গভীর প্রশ্নের সম্মুখীন হই। যেমন- বলা হয় যে, আধিবিদ্যক আলোচনার অন্তর্গত সাধারণসত্তা বা সামান্যসত্তা কি স্বসত্তাবান নাকি মনুষ্যসৃষ্ট? এটি কি শাশ্বত, না কি ক্ষণিক? তা কি অপরিবর্তনীয় নাকি পরিবর্তনশীল? এপ্রসঙ্গে জি. এফ. স্টাউটের বক্তব্য হল, '...The unity of a class or kind is quite ultimate, and that any attempt to analyse it leads to a vicious circle.'[2] ।তিনি আরও বলেন যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো, অ্যারিস্টটল বা আধুনিক কালের অনেক বস্তুবাদী দার্শনিক যেমন- রাসেল, জনসন প্রমুখ মনে করেন যে, '...qualities and relations, as such, are universals. A plurality of particular things, sharing a common character, is a

[2] G. F. Stout, "The Nature of Universals and Propositions," Annual Philosophical Lecture, Henriette Hertz Trust, (December 14, 1921), 1.

logical class, signified by a general term.'[3] । আর বিভিন্ন বিশেষ হলো জাতিগত শ্রেণীর (Connotative Class) নির্দেশক মূল্য (Denotative Value) । কিন্তু প্রশ্ন হল এই যে, আমরা নির্দেশক মূল্য থেকে জাতিগত শ্রেণী গঠন করি? অথবা জাতিগত শ্রেণী থেকে নির্দেশক মূল্য অনুসন্ধান করি? যদি জাতিগত শ্রেণী থেকে নির্দেশক মূল্য খোঁজার চেষ্টা করি তাহলে জাতিগত শ্রেণী বা সামান্যসত্তাকে শাশ্বত বলতে হয়। আর যদি নির্দেশক মূল্য থেকে জাতিগত শ্রেণী গঠন করি তাহলে তা শাশ্বত নয়। সামান্য প্রসঙ্গে বস্তুবাদ (Realism), নামবাদ (Nominalism), ট্রোপতত্ত্ব (Trope Theory), বস্তুস্থিতিতত্ত্ব (Theory of States of Affairs) প্রভৃতি মতবাদের মধ্যে বিবাদের অন্যতম মূল বিষয় হলো এটি।

এপ্রসঙ্গে ট্রোপতাত্ত্বিক স্টাউট মনে করেন যে, সামান্য কোন শাশ্বত ধারণা নয়, তা বিশেষ থেকে নিঃসৃত। কেউ কেউ আবার মনে করেন যে, বিশেষের মধ্যে এমন কোন সত্তা অবস্থান করে যা স্থান-কালভেদে অভিন্ন থাকে, বিশেষ পরিবর্তনশীল হলেও সেই সকল গুণ বা বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তীত থাকে এবং সেগুলিই হল শাশ্বত সামান্যসত্তা। যেমন- দুটি বিলিয়ার্ড বল গোলাকার এবং মসৃণ। এক্ষেত্রে 'গোলাকারত্ব' উভয়ের ক্ষেত্রে অভিন্ন এবং 'মসৃণত্ব' উভয়ের ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়ে থাকে। এছাড়াও সম্বন্ধকে অনেক অনেক দার্শনিক অভিন্ন বলে স্বীকার করেন এবং তারা সম্বন্ধ নামক সামান্যকেও শাশ্বত বলেন। উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যায় যে, 'এডিনবার্গ লন্ডনের উত্তর দিকে অবস্থিত'। এক্ষেত্রে 'উত্তর দিক'-রূপ সম্বন্ধ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং প্রতিক্ষেত্রে 'উত্তর দিক' অভিন্ন সম্বন্ধ প্রকাশ করে। কিন্তু এপ্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টতই বলেন যে, গুণ, সম্বন্ধ সবগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিশেষের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়। বিভিন্ন বিশেষের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিশেষ বিশেষ সামান্যসত্তা স্বীকার করেন। এপ্রসঙ্গে স্টাউটের উক্তি হল, 'A character characterizing a concrete thinking or individual is as particular as the thing or individual which it characterizes. Of two billiard balls, each has its own particular roundness separate and distinct from that of the other, just as the billiard balls themselves are distinct and separate.'[4] । এপ্রসঙ্গে তিনি বিশেষ (Particulars)-এর স্বরূপ স্পষ্ট করে বলেন যে, বিশেষ হল এমন কিছু যা কোন বাক্যের বিধেয় দ্বারা প্রকাশিত উদ্দেশ্যপদ।[5] যেমন- আমরা যখন বলি যে, রাম হয় মরণশীল জীব, তখন রাম হলো উক্ত বাক্যের উদ্দেশ্যপদ (এবং মরণশীল জীব নামক বিধেয় যা সম্পর্কে প্রযোজ্য)। সুতরাং এক্ষেত্রে বিশেষ (Particulars) হল 'রাম' পদ। অন্যদিকে মূর্ত বস্তু (Concrete Things) হলো সেটি যা সংখ্যাগতভাবে একে অপরের থেকে ভিন্ন এবং সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যগতভাবে পরস্পর স্বতন্ত্র। (কিন্তু তার মানে এটি নয় যে, দুটি বস্তু পরস্পর ভিন্ন এই কারণে যে, তারা সংখ্যাগতভাবে এক নয়। কিন্তু সংখ্যাগত ভিন্নতা পূর্বস্বীকৃতি হিসেবে না ধরলে একটি বিশেষ বস্তুর সঙ্গে অন্য বিশেষ বস্তুর পার্থক্য করা যাবে না)। ঠিক একই রকমভাবে একটি গুণ বা সম্বন্ধও একে অপরের থেকে সংখ্যাগতভাবে ভিন্ন। যেমন- কোন একটি বিলিয়ার্ড বলের গোলাকৃতি (যা অন্যান্য আকারের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ) অন্য বিলিয়ার্ড বলের গোলাকৃতির থেকে ভিন্ন। যেটিকে বিশেষ বিলিয়ার্ড বলের ন্যায় বলা হয় বিশেষ আকার (Shapes Particular)। একই রকমভাবে বিশেষ বৈশিষ্ট্য (Particular Character) বলতে তিনি এটি বোঝেন না যে, যেকোন বস্তুকে বোঝাতে উক্ত বিধেয় ব্যবহৃত হয়, বরং তা একটি বিশেষ বস্তুর (Particular Thing)

[3] Stout, "The Nature of Universals and Propositions," 1-2.
[4] Stout, "The Nature of Universals and Propositions," 2.
[5] G. E. Moore, G. F. Stout and G. Dawes Hicks, "Are the Characteristics of Particular Things Universal or Particular?" Aristotlelian Society Supplementary Volume, Vol. 3, Issue 1, (1923), 114.

বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আসলে বিশেষ বৈশিষ্ট্য (Particular Character) মূর্ত বিশেষের (Concrete Particular) স্বতন্ত্রতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ একটি মূর্ত বিশেষ (Concrete Particular) যে আরেকটি মূর্ত বিশেষের থেকে স্বতন্ত্র সেটি জানা যায় কেবলমাত্র বিশেষ বৈশিষ্ট্যের (Particular Character) দ্বারা।

কিন্তু তিনি বিশেষ (Particular) এবং মূর্ত (Concrete) বিষয়কে সমার্থক বলেন না। তাঁর মতে মূর্ত (Concrete) হলো তাই যার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য থাকে, কিন্তু তা নিজে কোন কিছুর বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। প্রসঙ্গত কোন বৈশিষ্ট্য (Character) হলো বিমূর্ত বিশেষ (Abstract Particular) যেটি মূর্ত বিশেষের (Concrete Particular) বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কোন বৈশিষ্ট্য (Character) হলো এমন বিমূর্ত বিশেষ (Abstract Particular) যেটি মূর্ত বিশেষকে (Concrete Particular) বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন- আমরা যখন বলি যে, আমি দুই-গজ কাপড় কিনলাম। তখন প্রতিটি গজ হলো বিশেষ দৈর্ঘ্য (Particular Length) যা একে অপরের থেকে সংখ্যাগতভাবে ভিন্ন। কিন্তু বিশেষ দৈর্ঘ্য (Particular Length) হলো বিমূর্ত। অন্যদিকে মূর্ত (Concrete) বিষয় হলো কাপড়ের টুকরো, যার প্রতিটি এক-গজ লম্বা। অন্যদিকে আমরা যখন বলি যে, আমার টাকার ব্যাগ আমার কাছে আছে বা আমার নাক আমার দেহের অন্তর্গত, তখন কেবল নাক বা কেবল টাকার ব্যাগ বিধেয় নয় বরং টাকার ব্যাগ থাকা বা নাক দেহের অন্তর্গত হওয়া এগুলোই হলো বিধেয়। ঠিক একইভাবে আমার যখন বলি যে, আম হয় সবুজ তখন সবুজ এবং ঐ আমের মধ্যে একটি অনন্য সম্বন্ধ (Unique Relation) বোঝায়, কিন্তু কোন সাধারণ শ্রেণী হিসেবে সবুজ স্বীকৃত নয়। যখন আমরা বলি যে, 'নাক থাকা' একটি সাধারণ পদ, তখন সেটি কিন্তু একটি একক বৈশিষ্ট্য (Single Character) নয় বরং একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General Character)। যেমন- যখন আমরা বলি যে, আমার একটি নাক আছে তখন বলি যে, নাক থাকা-রূপ বৈশিষ্ট্য আমার আছে। এটি থেকে বলা যায় যে, শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য (Class of Character) এবং কোন বস্তুর শ্রেণীর (Class of Things) গঠন অভিন্ন নয়। একটি বস্তু একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত হয় এই কারণে যে, একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর একটি বৈশিষ্ট্য উক্ত বস্তুর বিধেয় হয়। অর্থাৎ গুণ ও সম্বন্ধ কোন শ্রেণীর অন্তর্গত হয় এই কারণে যে, তারা গুণ বা সম্বন্ধ। সেহেতু বলা যায় যে, কোন বৈশিষ্ট্য (Characters) হলো সামান্যসত্তার (Universal) উদাহরণ কিন্তু বৈশিষ্ট্য (Characters) নিজে সামান্যসত্তা (Universal) নয়।

আবার অন্যদিকে যখন আমরা বলি যে, দুটি মূর্ত বস্তু (Concrete Thing) যেমন- 'ক-বল' এবং 'খ-বল' উভয়ই গোলাকার, তখন সেটি কীভাবে প্রমাণ করা সম্ভব? এখানে 'ক' এবং 'খ'-এর গোলাকৃতি সাধারণভাবে গোলাকৃতির (Roundness in General) উদাহরণ নয়, তা সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট গোলাকৃতির উদাহরণ স্বরূপ। যেখানে ক-এর গোলাকৃতি খ-এর গোলাকৃতির থেকে ভিন্ন। আসলে প্রসঙ্গহীন কেবল গোলাকৃতির (Context free Roundness) ধারণা এক্ষেত্রে স্বীকৃত নয়। প্রসঙ্গত অতিবর্তী বস্তুবাদে আমরা এমন সামান্যসত্তার ধারণা পাই, সেটি যেমন বিমূর্ত তেমনই বিশেষ (Particulars) অতিবর্তী সত্তা। এখানে এরূপ সত্তাকে স্বীকার করা হয় না।

কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হল আমরা যখন বলি যে, আপেল লম্বাকার নয় তখন লম্বাকার-এর ধারণা সাধারণভাবে (In generally) অতীত থেকে না জানা থাকলে কীভাবে বলবো যে, আপেল লম্বাকার নয়? এই প্রসঙ্গে স্টাউট বলেন যে, প্রতিটি ক্ষেত্র হল একটি বিশেষ ক্ষেত্র। আসলে এক্ষেত্রে ব্যাখ্যাটি এমন হবে

যে, একটি বিশেষ আপেল হয় একটি বিশেষ গোলাকার বিশিষ্ট। কিন্তু তা লম্বাকার নয় বা ডিম্বাকার নয় বা অন্য কোন আকার নয় প্রভৃতি ধারণা দিয়ে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাবে না বা ব্যাখ্যা করলে কেবল কথার কথা হবে, প্রকৃত বিষয়টি তুলে ধরা যাবে না। কেননা, তা যখন গোলাকার হিসেবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তখন সেটি এভাবে বুঝতে হবে যে, গোলাকার ছাড়া অন্য কোন আকার নয়, এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু নঞর্থকভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেমন সম্ভব হবে না, তেমনই বিষয়টি যথার্থভাবেও উপস্থাপন করাও সম্ভব হবে না।তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আরও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। ধরা যাক, কোন একটি মানুষের হাঁচি হচ্ছে। এক্ষেত্রে মানুষটি এবং হাঁচি দুটি স্বতন্ত্র ধারণা নয় বরং উক্ত বিশেষ মানুষের বিশেষ হাঁচি দিয়েই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে হবে। কিন্তু প্রসঙ্গহীন সাধারণ হাঁচির ধারণা স্বীকৃত নয়।

কিন্তু সেক্ষেত্রে একই প্রশ্ন উত্থাপিত হবে যে, যখন আমরা দেখবো লোকটির হাঁচি আর নেই, সেক্ষেত্রে সাধারণভাবে হাঁচির ধারণা না জানলে কীভাবে বলছি যে, হাঁচি আর নেই ? অর্থাৎ হাঁচির ধারণা পূর্ব থেকে না জানা থাকলে কীভাবে বলা সম্ভব যে, হাঁচি আর নেই ? সেক্ষেত্রে তিনি বলবেন যে, উক্ত লোকটি এখন অন্য পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে অথবা তিনি এখন সুস্থ। কিন্তু হাঁচি নেই তার থেকে এটি প্রমাণিত হয় না যে, সাধারণভাবে হাঁচির ধারণা মন-নিরপেক্ষভাবে উপস্থিত ছিলো বা আছে বা থাকবে। আসলে আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে, লোকটির যখন হাঁচি হচ্ছিলো তখন আমার হাঁচির ধারণা হয়েছিল। কিন্তু এখন তার সুস্থতার ধারণা হচ্ছে। কিন্তু হাঁচি বা সুস্থতার ধারণা মন-নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল বলার কোনো যথার্থ যুক্তি নেই। এই প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত উক্তি হল, 'I affirm that some qualities at least are locally separate, just as the concrete things which possess them are locally separate. Hence I infer that such qualities are numerically district, however much they may resemble each other.'[6] যদিও তিনি মনে করেন যে, এমন কিছু কিছু ধর্ম আছে যারা স্থান-কাল ভেদে অভিন্ন থাকে। যেমন- বিভিন্ন যৌগিক একক (Complex Unity)-এর ধারণা হিসেবে; সকল (All), যেকোনো (Any) কোন কোন (Some) প্রভৃতি ধারণা স্থানগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন (Locally Separated) ধারণা হতে পারে না। এপ্রসঙ্গে পূর্বের উদাহরণ নিয়ে বলা যায় যে, যখন গোলাকৃতি (Roundness) বলতে কোন একক গুণকে (Single Quality) বোঝায়, তখন সেটি সংখ্যাগতভাবে এবং স্থানগতভাবে একে অপরের থেকে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু গোলাকৃতি (Roundness) বলতে আমরা যখন সাধারণভাবে (In general) কোন গুণবাচক শ্রেণী বুঝি তখন তা সমগ্রকে (Whole or All) বোঝায়, যা স্থান-কাল ভেদে অভিন্ন থাকে। আসলে তিনি মনে করেন যে, দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়-উপাত্ত যেমন- রঙ, উজ্জ্বলতা, আকৃতি, বিস্তৃতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু সাধারণভাবে রঙ, আকার, বিস্তৃতি প্রভৃতি যখন সমগ্রকে নির্দেশ করে তখন সেটি স্থান-কাল ভেদে অভিন্ন গুণকে নির্দেশ করে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও মনে করেন যে, একটি মূর্ত (Concrete) বস্তুর সঙ্গে আরেকটি মূর্ত বস্তুর পার্থক্য জানার একমাত্র মাধ্যম হলো তাদের গুণগত বৈশিষ্ট্য। এখান থেকে বলা যায় যে, একটি গুণ আরেকটি গুণের থেকে ভিন্ন। যার ফলে উক্ত গুণযুক্ত প্রতিটি মূর্ত বস্তু একে অপরের থেকে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

সেহেতু বলা যায় যে, বিশেষ বিশেষ বস্তুর ন্যায় গুণও বিশেষ বিশেষ হয়। এমনকি আমরা যখন দুটি যমজ ভাই দেখি তখন তাদের একে অপরের থেকে সংখ্যাগত ভিন্নতা জানার আগেই সমগ্র চিত্র দেখে

[6] Moore, Stout and Hicks, "Are the Characteristics of Particular Things Universal or Particular?" 120.

আমরা বলে দিতে পারি যে, তারা একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থাৎ একে অপরের থেকে ভিন্ন। আসলে তারা কেবল সংখ্যাগতভাবে একে অপরের থেকে ভিন্ন তা নয়, তারা সাদৃশ্যময় গুণযুক্ত। অর্থাৎ তাদের মধ্যে অভিন্ন গুণ নেই, কিন্তু গুণগত সাদৃশ্য আছে। সুতরাং বলা যায় যে, প্রতিটি গুণ একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, কিন্তু অভিন্ন নয়।

যদিও তাঁর সাদৃশ্যের ধারণার সঙ্গে নামবাদীদের সাদৃশ্যের ধারণা অভিন্ন নয়। তিনি নামবাদীদের বিরুদ্ধে বলেন যে, তাঁরা কখনোই গুণ বা শ্রেণীর ধারণা পূর্ব থেকে মনে ধারণ না করে বলতে পারেন না যে, একটি বস্তু অন্য বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। আসলে 'সাদৃশ্যপূর্ণ' এই কথাটি বলতে গেলে কার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সেটি আমাদের পূর্বে বলতে হয় এবং যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলা হচ্ছে সেটি হলো গুণ বা সম্বন্ধরূপ সামান্যসত্তা। যেমন- যখন আমরা বলি একটি ত্রিভূজ অন্য ত্রিভূজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তখন আসলে ত্রিভূজ এই একক ধারণাটি আমাদের মনে পূর্ব থেকে উপস্থিত থাকে। সেই কারণে আমরা বলতে পারি যে, একটি ত্রিভূজ অন্যটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর সেটি স্বীকার করে নেওয়া মানে সামান্যকে বিমূর্ত আকারে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো বিমূর্ত ত্রিভূজত্বরূপ সামান্যের সাথে বিশেষ বিশেষ ত্রিভূজের সম্বন্ধ কীভাবে নির্ণয় করা সম্ভব? আসলে এরূপ সম্বন্ধ অস্তিত্বশীল (Existence) নয়, কিন্তু তার বিদ্যমানতা (Subsistence) থাকে। যেটিকে মৌলিক সম্বন্ধ (Fundamentum Relationis) হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন- যখন আমরা বলি মাথা দেহের উপরে অবস্থিত। সেক্ষেত্রে 'উপরে' এই সামান্য ধারণাটি একান্তই দুটি বিষয়কে বোঝায়, তা হল মাথা এবং দেহ। এক্ষেত্রে স্টাউট 'মাথা' এবং 'দেহ'-কে যেমন বিশেষ হিসেবে গণ্য করেছেন তেমনই 'মাথা দেহের উপরে' এই সম্বন্ধটিও বিশেষ, কিন্তু এটি বিমূর্ত বিশেষ বা বিশেষ সামান্য (Abstract Particular or Particular Universal)। কেননা, এক্ষেত্রে বিশেষ দেহ এবং বিশেষ মাথার বিশেষ সম্বন্ধ হল 'মাথা দেহের উপরে অবস্থিত'। আসলে তিনি নামবাদীদের মতো সামান্যসত্তাকে অস্বীকার করেন না, আবার বস্তুবাদীদের মতো বিশেষ অতিরিক্ত বস্তুগত মূল্য হিসেবে বিমূর্ত সামান্য স্বীকার করেন না। তাঁর মতে সামান্য হলো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের বিশেষ বিশেষ সামান্য।

এপ্রসঙ্গে তিনি দেখাচ্ছেন যে, কেবল সমান্য (Mere Universals) স্বীকৃত নয় অর্থাৎ এমন সামান্য স্বীকৃত নয় যার বিশেষ দৃষ্টান্ত নেই। সামান্য মানে বিশেষ সামান্য বা বিশেষের সামান্যধর্ম। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে, ধারণাগতভাবে বিশেষ আগে এবং সামান্য পরে। এপ্রসঙ্গে তিনি আরও মনে করেন যে, কেবল দ্রব্য স্বীকৃত নয়, এমন দ্রব্য স্বীকৃত যার কোন না কোন বৈশিষ্ট্য আছে। অর্থাৎ দ্রব্য মানে এমন কোন দ্রব্যের ধারণা স্বীকার করেন না, যার বিশেষ বৈশিষ্ট্য নেই। যেমন- দুটি বিলিয়ার্ড বল স্বতন্ত্র দুটি দ্রব্য, যারা দুটি ভিন্ন অবস্থানে অবস্থান করে, একটি টেবিলের এক প্রান্তে এবং আরেকটি অপর প্রান্তে। এটিও লক্ষ্য করি যে, একটি বল মসৃণ, গোলাকার এবং সেটি একটি অবস্থানে অবস্থিত এবং আরেকটি বল সেটিও মসৃণ এবং গোলাকার এবং সেটিও ভিন্ন অবস্থানে অবস্থিত। সুতরাং অবস্থানের পার্থক্যের ভিত্তিতে স্টাউট বলছেন যে, তাদের মধ্যে মসৃণতা বা গোলাকার এই ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন এবং তারা কেবল সেই বিশেষ বলের ধর্ম। এছাড়াও তিনি দ্রব্য বলতে গুণের সমাহারকে বোঝেন। তাঁর মতে দ্রব্যকে জানতে হলে গুণকে জানতে হবে। এটা থেকে বলা যায় যে, আমরা একটি দ্রব্য থেকে আরেকটি দ্রব্যকে পার্থক্য করতে পারি তখনই যখন তাদের গুণগুলিকে বিশ্লেষণ করি। এখান থেকে আরও বলা যায় যে, গুণগুলোকে প্রাথমিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ

হিসেবে গণ্য করতে হয়, যাদের দ্বারা দ্রব্যগুলিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সুতরাং দ্রব্যগুলি যেমন বিশেষ তেমনই গুণগুলিও দ্রব্যকে ব্যাখ্যা করার কারণে বিশেষ, সামান্য নয়। তাহলে কোন একটি দ্রব্যকে জানা মানে তার সকল বৈশিষ্ট্য জানা। কিন্তু প্রশ্ন হলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে দ্রব্য, তা যদি গুণের সমাহার হয় তাহলে দ্রব্য এবং গুণের মধ্যে পার্থক্য কী?এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'A substance is a complex unity of an altogether ultimate and peculiar type, including within it all characters truly predictable of it.'[7]

উপসংহার: আসলে সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও ট্রোপতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন। কেননা পূর্বোক্ত বস্তুবাদী রাসেলের মত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু পরিবর্তনশীল হলেও অভিন্ন গুণ বা সম্বন্ধ স্বীকৃত হতে পারে। কেননা আমরা যখন বলি যে, 'আমটি হয় সবুজ'তখন আমটি বলতে আমরা একটি নির্দিষ্ট বিশেষ আমকে বুঝি এবং উক্ত 'আম' পদের নির্দেশকমূল্য হলো বিশেষ আম নামক বস্তুটি। কিন্তু আমরা যদি 'সবুজ'পদটি এভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখবো যে, তার অর্থ যেমন উক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য পদ নির্দেশিত বিশেষ আমটি তেমনই তা যাবৎ সবুজ রঙের আমকে বোঝাতে পারে, যেটি তার জাতিগত অর্থ। এছাড়াও উক্ত সবুজ পদটি যাবৎ সবুজ রঙের বস্তুকে বোঝাতে ব্যবহার করা সম্ভব। তাহলে উক্ত সবুজ রঙ নামক পদটি নির্দেশিত ধারণা কীভাবে বিশেষ বিশেষ বস্তুর ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল হতে পারে? একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়তো বলা সম্ভব যে, বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রেক্ষিতে তার একটি নির্দেশনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় (যেটি এক একটি ট্রোপ)। কিন্তু এটি উক্ত পদ সম্পর্কে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নয় বলে আমার মনে হয়। কেননা সার্বিকভাবে লক্ষ্য করলে দেখবো যে, উক্ত পদটির স্থান-কালগত রূপটি বিশেষ সবুজ রঙের 'আম'-কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও তা একই সঙ্গে যাবৎ সবুজ রঙের আমকে বোঝাতে পারে, যেটি হলো সামান্য ধারণা।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. B. Russell, B, the Problems of Philosophy, London: Williams & Norgate, 1912.
2. Russell, B, "On Denoting," Mind 14, No. 56 (1905): 479-493.

[7] G. F. Stout, "The Nature of Universals and Propositions," Annual Philosophical Lecture, Henriette Hertz Trust, (December 14, 1921), 9.

3. Russell, Bertrand. History of Western Philosophy, London: Routledge Classics, 2016.
4. Stout, G. F. "Are the Characteristics of Particular Things Universals or Particular?" Proceedings of the Aristotelian Society 3, (1923): 95-128.
5. Stout, G. F. The Nature of Universals and Propositions. Oxford: Oxford University Press, 1921.
6. Moore, G. E., Stout, G. F. and Hicks, G. Dawes, "Are the Characteristics of Particular Things Universal or Particular?" Aristotlelian Society Supplementary 3, No. 1, (1923), 95-128.